বোঝাপড়া

রতন শিকদার

বাড়ির অমতে একমাত্র মেয়েটা বিয়ে করল। আমরা কেউ মেনে নিতে পারলাম না। কিন্তু মন খারাপ করে, শত হলেও বাবা-মা তো। কয়েক মাস পর মেয়েই একদিন ফোন করল, আসছে রোববার তোমাদের জামাইকে নিয়ে বাড়ি যাব, ঢুকতে দেবে তো!

আমরা আপ্লুত। বলি, নিশ্চয়ই। অবশ্যই জামাইকে নিয়ে আসবি।

দুজনে মিলে ঠিক করলাম ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-পরিজনদের নিমন্ত্রণ করি। অনুষ্ঠান করে লোকজনকে খাইয়ে মেয়ের বিয়েটা দিতে পারিনি। একটা আক্ষেপ তো মনের ভেতরে পুষে রেখেছিই। এবার সবার সামনেই মেয়েজামাইকে স্বীকার করেনি। ওদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হবার দরকার। রাগ পুষে রেখে আর কী লাভ।

রবিবার। বাড়িভর্তি লোকজন। মেয়েজামাই এল। ওরা টিপ টিপ করে গুরুজনদের পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। সবাই বলল, বেশ হয়েছে জামাই। ভালো থেকো। সুখী হও তোমরা।

এর পর মেয়ে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে বলল, চলো ওঘরে। তোমার সঙ্গে কথা আছে।

মেয়ে মা বিভাবতীকে ঠেসে খাটে বসিয়ে দিল। বলল, আর রাগ নেই তো। এবার আমার জন্যে তুলে রাখা তোমার গয়নাগুলো আমাকে দেবে তো।

একনায়কতন্ত্র

প্রগতি মাইতি

তুমি ধরা দিলে আমাদের সংগঠনের কি হবে বুঝতে পারছো?

তাহলে তো ধরা দিতেই হয়।

—কেন?

—আমার একনায়কতন্ত্র থেকে সংগঠনকে মুক্ত করতে।